পঞ্চায়েত ভোটের আগে গ্রামীণ সড়ক মেরামত হচ্ছে

ধূপগুড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে ঢেলে সাজানো হচ্ছে ধূপগুড়ি ব্লকের গ্রামীণ সড়কগুলিকে। জেলাপরিষদের পর এবার সরাসরি রাজ্য সরকারের পূর্ত বিভাগ (সড়ক) থেকে ধূপগুড়ি ও নাথুয়া সড়ক নির্মাণের কাজ শুরু করেছে। জানা গিয়েছে, মোট ১৮ কিলোমিটার সড়কের কাজের জন্য রাজ্য সরকারের থেকে প্রায় ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আগামী মার্চ মাসের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে নির্মাণকাজের জেরে রাজ্য সড়কের ওই অংশে নিয়মিত যানজট তৈরি হচ্ছে। তবে স্থানীয় বাসিন্দারা সড়ক মেরামতির উদ্দেশ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে যানজটের বিষয়টিও মেনে নিয়েছেন।

পূর্ত বিভাগ (সড়ক) সূত্রে জানা গিয়েছে, ধূপগুড়ি থেকে নাথুয়া পর্যন্ত ১৮ কিলোমিটার পর্যন্ত সড়ক মেরামত ও সড়কের পাশের ফুটপাথের কাজ শুরু করা হয়েছে। বর্তমানে যেভাবে কাজ করা হচ্ছে, তাতে সড়কে আর ফুটপাথ থাকছে না। গোটা সাড়ে পাঁচ ফুট রাস্তাই পিচ দিয়ে ঢালাই করা হবে। ধূপগুড়ি পূর্ত বিভাগ (সড়ক)-এর সহকারী ইঞ্জিনিয়ার দীপঙ্কর বর্মন বলেন, '১৮ কিলোমিটার সড়ক তৈরির জন্য প্রায় ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। মূলত মোট সড়কের মাপ হিসেবে সাড়ে পাঁচ ফুটই পিচ দিয়ে ঢালাই করা হবে।' স্থানীয় বাসিন্দা হায়দার আলি বলেন, 'সড়কের পাশে কাঁচা অংশের জন্য বর্ষার সময় বিপাকে পড়তে হয়। তবে গোটা সড়ক পিচ ঢালাই থাকলে সমস্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। আশা করব, যত দ্রুত সম্ভব সড়কের মেরামতির কাজ সম্পন্ন হয়ে চলাচলের যোগ্য হয়ে উঠুক।'

উল্লেখ্য, চাপের মুখে এর আগে জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদের অন্তর্ভুক্ত ডাউকিমারি থেকে জলঢাকা পর্যন্ত গ্রামীণ সড়ক মেরামতির কাজ শুরু করা হয়েছে। সেখানে সড়ক মেরামতির জন্য প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা প্রকল্পের আশ্রয় নিতে হয়েছিল জেলাপরিষদকেও। কিন্তু ধূপগুড়ি থেকে নাথুয়া পর্যন্ত এবার কেন্দ্রীয় কোনো প্রকল্প নয়, সরাসরি রাজ্য সরকারের পূর্ত দপ্তর অর্থ বরাদ্দ করেছে। ইতিমধ্যেই টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সড়ক মেরামতের কাজও শুরু করা হয়েছে। ধূপগুড়ি থেকে নাথুয়া পর্যন্ত সড়কের দুইপাশে ইতিমধ্যেই বোল্ডার বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপর বালি দিয়ে সামান্য কাজ করেই পিচ ঢালাই করার কাজ শুরু হবে। সমস্ত কাজই আগামী মার্চ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে বলে জানিয়েছেন পূর্ত বিভাগ (সড়ক)-এর ইঞ্জিনিয়াররা।

কালভার্টে গর্ত, দুর্ঘটনার আশঙ্কা

ময়নাগুড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ ময়নাগুড়ি রোড থেকে বাকালি যাবার পথে বারোঘরিয়া এলাকায় প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার রাস্তার ওপর একটি কালভার্টের অংশ ভেঙে গিয়ে তৈরি হয়েছে গর্ত। ফলে মাঝেমধ্যেই ঘটছে দুর্ঘটনা। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, প্রশাসনের থেকে এব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করে গর্তটিকে বোজানোর ব্যবস্থা করা হোক।

ময়নাগুড়ি রোড থেকে বাকালি যাবার জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা এটি। প্রতিদিন এই পথ দিয়ে বহু মানুষ যাতায়াত করেন। স্কুল-কলেজের পড়ুয়ারা ছাড়াও এলাকার কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত কৃষিজ ফসল এই পথ দিয়েই নিয়ে যান।

তাছাড়া আশপাশের বহু গ্রামের মানুষ এই পথ দিয়েই চলাচল করে থাকেন। কয়েক মাস আগে বৃষ্টিতে রাস্তার একেবারে মাঝে কালভার্টের এক অংশ ভেঙে গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। গর্তটি এতটাই বিপজ্জনকভাবে রয়েছে যে, যেকোনো সময় বড়ো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাছাড়া নিত্যদিন ছোটো-বড়ো দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে। ওই রাস্তাটিতে পথবাতির কোনো ব্যবস্থা না থাকায় রাতেরবেলায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা আরও বেশি। এলাকার বাসিন্দা এবং ওই পথ দিয়ে যাতায়াতকারী নীরেন দাস, টুবাই সাহা, বলাই সাহা জানান, কালভার্টের ওপর গর্তটি খুবই বিপজ্জনক। প্রশাসনের এব্যাপারে নজর দেওয়া উচিত।

জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদের সভাধিপতি নূরজাহান বেগম জানিয়েছেন, বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে। ওই স্থানে প্রশাসনের আধিকারিকদের পাঠিয়ে ওই গর্তটি মেরামত করা হবে।

সাইনবোর্ড সরিয়ে পানিট্যাঙ্কিতে চলছে অবৈধ চিকিৎসালয়

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ দোকানের সামনে থেকে হোর্ডিং সরেছে, কিন্তু দিব্যি ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে পানিট্যাঙ্কির অবৈধ চিকিৎসালয়গুলি। অভিযোগ, প্রশাসনিক মদতেই বাড়বাড়ন্ত এই চিকিৎসালয়গুলির। তা না হলে এভাবে দিনের আলোয় রীতিমতো সাইনবোর্ড টাঙিয়ে ব্যাংয়ের ছাতার মতো অবৈধ চিকিৎসালয় চললেও কেন কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না প্রশাসন? প্রশাসন চোখ বুজে থাকায় মানুষের জীবন বিপন্ন করে টাকার লুট চলছে পানিট্যাঙ্কির এই চিকিৎসালয়গুলিতে। তাঁর হাতে কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা নেই বলেই দায় এড়িয়েছেন খড়িবাড়ির ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রফুল্লিত মিনজ। শিলিগুড়ির অতিরিক্ত মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ মহেশ্বর মোদি বলেন, 'আমরা দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছি।'

খড়িবাড়ি থানার ভারত-নেপাল সীমান্তে পানিট্যাঙ্কি বাজারে দীর্ঘদিন ধরেই ৩০টিরও বেশি চিকিৎসালয় চলছে। প্রত্যেকটিতেই পাইলস, ফিসচুলা, ফিসার সহ নানা ধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয় বলে বড়ো বড়ো সাইনবোর্ডও ঝোলানো ছিল। খোঁজখবর নিতে গিয়ে দেখা যায়, এই দোকানগুলির একটিও বৈধ নয়। কিছু হাতুড়ে আগে এখানে দোকান খুলে সাধারণ রোগের চিকিৎসা করতেন। নেপাল থেকে প্রচুর পাইলস, ফিসার, ফিসচুলায় আক্রান্ত রোগী আসায় এখন কার্যত ব্যবসা ফেঁদে বসেছেন। চিকিৎসার নামে হাজার হাজার টাকা প্রতিদিনই হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ওই চিকিৎসালয়গুলিতে অপারেশনও করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। গত মাসে এলাকায় খবরের সত্যতা যাচাই করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে, ছোট্ট একটি চেম্বারে রোগী দেখার পাশাপাশি সেখানেই একটি বেঞ্চ পেতে অপারেশনও করছেন হাতুড়েরা। অপারেশন করতে গিয়ে হিতে বিপরীত হয়ে গেলে সরাসরি নার্সিংহোমে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর জন্য নকশালবাড়ি, বাগডোগরা এবং মেডিকেল মোড়ের একাধিক নার্সিংহোমের সঙ্গে চুক্তিও রয়েছে ওই হাতুড়েদের। গত মাসে উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হয়। তার পরেই দোকানের সামনে থেকে সাইনবোর্ড খুলে ফেলা হয়েছে। ওই দোকানগুলির দু-তিনজন মালিককে ফোন করা হলে তাঁরা বলেছেন, আমরা ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছি। কিন্তু পানিট্যাঙ্কি গিয়ে দেখা গেল ব্যবসা আগের মতোই চলছে। নেপাল থেকে প্রচুর রোগী প্রতিটি ক্লিনিকের সামনেই ভিড় করে রয়েছেন। রোগীদের অনেকেই জানিয়েছেন, এক-দেড়বছর ধরে এখানে চিকিৎসা করাচ্ছি। চিকিৎসা করাতে গিয়ে ৭০-৮০ হাজার টাকা ইতিমধ্যেই খরচ হয়ে গিয়েছে। তবে, চিকিৎসালয়গুলির দাবি, সমস্ত ক্লিনিক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গৌতম মল্লিক, পলাশ রায় নামে দুই ক্লিনিকের মালিক বলেন, আমরা পাইলসের চিকিৎসা বন্ধ করে দিয়েছি।

বিষয়টি নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তারা কার্যত দায় এড়িয়ে গিয়েছে। খড়িবাড়ির ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক বলেছেন, 'আমার এব্যাপারে কিছু করার নেই।' তবে শিলিগুড়ির অতিরিক্ত মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

হাতুড়ে ব্যবসা

পানিট্যাঙ্কি বাজারে দীর্ঘদিন ধরেই ৩০টিরও বেশি অবৈধ চিকিৎসালয় চলছে। নেপাল থেকে প্রচুর পাইলস, ফিসার, ফিসচুলায় আক্রান্ত রোগী এখানে চিকিৎসা করাতে আসেন। রীতিমতো সাইনবোর্ড টাঙিয়ে এই ব্যবসা চলছিল। উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হওয়ার পরেই দোকানের সামনে থেকে সাইনবোর্ড খুলে ফেলা হয়েছে। কিন্তু ব্যবসা আগের মতোই চলছে।

শীতের সকালে ক্রেতার অপেক্ষায় ।। *শিলিগুড়িতে সূত্রধরের ক্যামেরায়*

ভ্রামরীদেবী মন্দিরে হতে চলেছে অতিথিনিবাস ও পানীয় জলপ্রকল্প

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ বোদাগঞ্জ এলাকার ভ্রামরীদেবী মন্দির ও তার আশপাশের এলাকার উন্নয়নের জন্য ১ কোটি টাকা বরাদ্দ করল শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)। বরাদ্দ টাকায় মন্দির লাগোয়া এলাকায় একটি অত্যাধুনিক অতিথিনিবাস তৈরি করা হবে। এছাড়া মন্দিরের পাশে পানীয়জলের প্রকল্প ও শৌচাগার তৈরি হবে। ইতিমধ্যে মন্দির কমিটি ও স্থানীয় বারোপাটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে পৃথকভাবে মন্দির এলাকার সৌন্দর্যায়নের কাজ শুরু হয়েছে। সমস্ত কাজ শেষ হলে ধর্মীয় পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে ভ্রামরীদেবী মন্দিরের গুরুত্ব বাড়বে বলে পর্যটন ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে প্রশাসন ও মন্দির কমিটি মনে করছে। বেশ কয়েক বছর ধরেই রাজগঞ্জ ব্লকের বোদাগঞ্জের ভ্রামরীদেবী মন্দির পর্যটকদের কাছে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বছরের প্রায় সব সময় এখানে পুণ্যার্থীদের লেগেই থাকে। কেবল উত্তরবঙ্গেই নন, ভিন্ন রাজ্য থেকেও পর্যটকরা ভ্রামরী মন্দির দর্শনে আসেন। কিন্তু সেই মন্দির সংলগ্ন এলাকায় কোনো অতিথিনিবাস না থাকায় দূর থেকে আসা মানুষের সমস্যা হয়। বেশ কিছুদিন আগেই মন্দির কমিটি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত সেখানে একটি অতিথি নিবাসে তৈরির পরিকল্পনা নেয়। তাদের তরফে অতিথিনিবাস তৈরির জন্য অর্থ বরাদ্দ চেয়ে এসজেডিএ-র কাছে আবেদন জানানো হয়। আবেদনে সাড়া দিয়ে মন্দির এলাকার উন্নয়ন এবং অতিথিনিবাস তৈরির জন্য এসজেডিএ ১ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

তবে কেবল পুণ্যার্থীদের কাছেই ভ্রামরীদেবী মন্দির জনপ্রিয় এমনটা নয়। মন্দিরকে কেন্দ্র করে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের পাশেই তৈরি হয়েছে পিকনিক স্পট। প্রতিবছর পিকনিকের মরশুমে প্রচুর মানুষ সেখানে ভিড় জমান। ওই এলাকাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে মন্দির কমিটি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত উদ্যোগ নিয়েছে। ইতিমধ্যে সেখানে একটি পুকুর খনন করা হয়েছে। পায়ে হাঁটার রাস্তাও তৈরি হয়েছে। পুকুরটিকে ঘিরে মন্দির কমিটির আরও কিছু সৌন্দর্যায়নের পরিকল্পনা রয়েছে।

জলপাইগুড়ি শহরের পর্যটন ব্যবসায়ী সব্যসাচী রায় বলেন, 'আমাদের কাছে অনেক পুণ্যার্থী আসেন যাঁরা ধর্মীয় স্থানের পাশেই কিছুদিন থাকতে চান। ভ্রামরীদেবী মন্দির সংলগ্ন এলাকায় অতিথিনিবাস তৈরি হলে অনেকেই সেখানে রাত্রিবাস করতে পারবেন।' বারোপাটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তথা ভ্রামরীদেবী মন্দির কমিটির সভাপতি কৃষ্ণদাস বলেন, 'অতিথিনিবাস তৈরির জন্য আমরা এসজেডিএ-কে টাকা বরাদ্দের জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলাম। ১ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। আমরা একটি দোতলা অতিথিনিবাস তৈরি করব। সেখানে ১২টি থাকার ঘরের ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়াও একটি পানীয়জলের প্রকল্প এবং শৌচাগার তৈরি করা হবে।' এসজেডিএ-র চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, আমরা ভ্রামরীদেবী মন্দিরের সংলগ্ন এলাকার উন্নয়নের জন্য ১ কোটি টাকা বরাদ্দ করি। খুব শীঘ্রই এসজেডিএ-র তরফে সেখানে কাজ শুরু হবে। এছাড়াও ওই এলাকায় আমরা বেশ কিছু এলইডি আলোর ব্যবস্থা করব। কেবল ভ্রামরীদেবী মন্দির নয়, জেলার সমস্ত ধর্মীয় পর্যটন কেন্দ্রের উন্নয়নের জন্য আমরা আগামীতে কাজ করব।

কেবল উত্তরবঙ্গেই নন, ভিন্ন রাজ্য থেকেও পর্যটকরা ভ্রামরী মন্দির দর্শনে আসেন। কিন্তু সেই মন্দির সংলগ্ন এলাকায় কোনো অতিথিনিবাস না থাকায় দূর থেকে আসা মানুষের সমস্যা হয়। মন্দিরকে কেন্দ্র করে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের পাশেই তৈরি হয়েছে পিকনিক স্পট। ওই এলাকাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে ইতিমধ্যে সেখানে একটি পুকুর খনন করা হয়েছে। পায়ে হাঁটার রাস্তাও তৈরি হয়েছে। পুকুরটিকে ঘিরে মন্দির কমিটির আরও কিছু সৌন্দর্যায়নের পরিকল্পনা রয়েছে।

বেহাল অবস্থায় পড়ে ময়নাগুড়ি ফ্লাড শেলটার বিল্ডিং

এভাবেই ভগ্নপ্রায় অবস্থায় পড়ে রয়েছে ময়নাগুড়ির ফ্লাড শেলটার বিল্ডিংটি। -সংবাদচিত্র

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ বেহাল অবস্থায় ময়নাগুড়ি ফ্লাড শেলটার বিল্ডিং। যেকোনো মুহূর্তে গোটা বিল্ডিংটি ভেঙে বড়ো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এলাকার বাসিন্দারা। এলাকাবাসীদের দাবি, দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য প্রশাসন থেকে উদ্যোগ নিয়ে ভেঙ্গে ফেলা হোক বিপদজনক এই বিল্ডিংটিকে কিংবা নতুন করে সংস্কার করা হোক।

ময়নাগুড়ি দক্ষিণ মৌয়ামারি এলাকায় অবস্থিত এই ফ্লাড শেলটার বিল্ডিংটি। দীর্ঘদিন থেকে বিল্ডিংটি বেহাল অবস্থায় থাকার কারণে চুরি হয়ে গিয়েছে দরজা, জানলা। বিল্ডিংয়ের সঙ্গেই একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থাকার কারণে দুর্ঘটনা ঘটলে বড়ো ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। জানা গিয়েছে, ১৯৬৮ সালে ময়নাগুড়িতে ভয়াবহ বন্যার একবছর পর ময়নাগুড়ির প্রাক্তন বিধায়ক নিত্যানন্দ অধিকারী প্রায় দুই বিঘা জমি দান করেন। সেই জমিতেই দ্বিতল এই ফ্লাড শেলটার বিল্ডিংটি তৈরি করেছিল সেচ দপ্তর। ঠিক ছিল বন্যা কিংবা কোনো জরুরি পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষকে উদ্ধার করে আশ্রয় দেওয়া হবে ওই বিল্ডিংটিতে। তবে দীর্ঘদিন অব্যবহৃত অবস্থায় থাকার কারণে ধীরে ধীরে নষ্ট হতে থাকে বিল্ডিংটি। বর্তমানে পুরোপুরিভাবে বিপদজনক অবস্থার মধ্যে রয়েছে গোটা বিল্ডিংটি। গোটা বিল্ডিংটিতেই সিমেন্টের আস্তরণ ভেঙে লোহার রড বেড়িয়ে রয়েছে। কার্নিশের বিভিন্ন অংশ ভাঙা। পিলারগুলিও যখন তখন ভেঙে পড়বার মতো অবস্থায় রয়েছে। বিল্ডিংয়ের পরিত্যক্ত অংশে সন্ধে নামার পর থেকে মদ ও জুয়ার আসর বসে বলে অভিযোগ এলাকার বাসিন্দাদের। বিল্ডিংটির ভেতরে ঢুকলে দেখা যাবে মদ, বিয়ারের বোতল পড়ে রয়েছে যত্রতত্র। বাসিন্দারা জানিয়েছেন, মাঝেমধ্যেই বিল্ডিং ছাদ, কার্নিশ, দেয়াল ভেঙে পড়তে থাকে। যেকোনো মুহূর্তে গোটা বিল্ডিংটি ভেঙে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তাঁরা। তাঁদের বক্তব্য, প্রশাসন যদি উদ্যোগ নিয়ে গোটা বিল্ডিংটি ভেঙে না ফেলে তবে যেকোনো মুহূর্তে বড় দুর্ঘটনা ঘটবে। এলাকার বাসিন্দা হরিকিশোর রায়, রবিন রায়রা জানান, ফ্লাড বিল্ডিংটির পাশেই তাঁদের বাড়ি। কোনো সময় হঠাৎ করে বিল্ডিংটি ভেঙে পড়লে তাঁদের পরিবারের সদস্যদের জীবন সংশয় হতে পারে। তাছাড়া বিল্ডিংয়ের মধ্যে একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থাকায় সকাল থেকেই শিশুদের ভিড় জমে যায়। তাই সবদিক বিচার করেই প্রশাসনের উচিত কোনো বড়ো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার আগেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ফ্লাড শেলটারে অবস্থিত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী ইলা রায় জানান, বিল্ডিংটি বিপজ্জনক অবস্থায় থাকার কারণে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেই বিল্ডিং থেকে সরে পাশে গাছের নীচে বর্তমানে কেন্দ্র চালানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে ময়নাগুড়ির বিডিও শ্রেয়সী ঘোষ জানান, বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখবেন তিনি। বাসিন্দারা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলে অবশ্যই তিনি ব্যবস্থা নেবেন বলে আশ্বাস দেন।

বাম্পই এখন আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে ময়নাগুড়ির রাস্তায়

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য পুলিশের তরফ থেকে দেওয়া বাম্পই বর্তমানে দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ময়নাগুড়িতে। ময়নাগুড়িতে জাতীয় সড়কের ওপর একাধিক স্থানে গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বাম্প দেওয়া হয়েছে। তবে সেগুলি দুর্ঘটনা রোখার পরিবর্তে বেশি মাত্রায় দুর্ঘটনা ঘটানোর কারণ হয়ে উঠেছে. বিষয়টি নিয়ে সোচ্চার পরিবহণ সংগঠনগুলিও। তবে ওই বাম্পে যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে পুলিশ প্রশাসন সূত্রে খবর। সম্প্রতি ময়নাগুড়ির বিভিন্ন রাস্তা সহ জাতীয় সড়কে বাম্প দেওয়া হয়েছে ময়নাগুড়ি ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে। লিঙ্ক রোড থেকে জাতীয় সড়কে ওঠার মুখে ময়নাগুড়িতে জাতীয় সড়কের ওপর একাধিক স্থানে গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বাম্প দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, ময়নাগুড়ি-মালবাজারগামী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে দোমোহনি মোড়ে, ময়নাগুড়ি-ধূপগুড়িগামী জাতীয় সড়কে বিডিও অফিস মোড়ে, ময়নাগুড়ি-জলপাইগুড়িগামী সড়কে অসম মোড়ের কাছে এই বাম্পগুলি দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া আরও কিছু স্থানে বেশকিছু বাম্প দেবার পরিকল্পনা রয়েছে দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য। তবে দুর্ঘটনা কমার পরিবর্তে এই বাম্পগুলিই দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষত ময়নাগুড়ি মালবাজারগামী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে দোমোহনি মোড়ে থাকা বাম্পের জেরে প্রতিদিন ঘটছে দুর্ঘটনা। সম্প্রতি ওই এলাকায় একাধিক বাইকচালক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

অভিযোগ, এই বাম্পগুলি দেওয়া হলেও এই বিষয়ে রাস্তায় কোনো নির্দেশিকা নেই। বাম্পগুলি অত্যন্ত উঁচু করে দেওয়া হয়েছে। বাম্পের ওপর কোনো সাদা দাগ নেই বা বাম্পের মধ্যে কোনো রং করা হয়নি। ফলে হঠাৎ করে বাম্প এসে যাওয়ায় গাড়ি দাঁড় করাতে গিয়ে অনেকে দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন। এতেই ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে সাধারণ মানুষ ও পরিবহণ কর্মীদের মধ্যে। ময়নাগুড়ি ম্যাক্সিট্যাক্সি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক স্বপন গোপ জানান, যেভাবে বাম্পগুলো উঁচু করে দেওয়া হয়েছে তাতে দুর্ঘটনা ঘটছে। ছোটো গাড়ির যন্ত্রাংশ ভেঙে যাচ্ছে। যারা দীর্ঘদিন বাদে ওই রাস্তায় আসছে, তারা নতুন করে বসানো বাম্পের কথা অনেকেই জানে না, ফলে দুর্ঘটনা ঘটছে। নতুন করে বাম্প রং করে দেওয়া হলে সুবিধা হত। জলপাইগুড়ির ডিএসপি ট্রাফিক মানবেন্দ্র দাস জানান, বাম্পের ফলে দুর্ঘটনা ঘটছে শুনলাম। তবে সব বাম্পগুলো খুব তাড়াতাড়ি রং করে দেওয়া হবে। যাতে কোনো যানবাহনের সমস্যা না হয়।

পাকা সেতুর দাবিতে আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রামবাসীদের

লাটাগুড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনের বিভিন্ন দরজার কড়া নেড়ে সাড়া না মেলায় অবশেষে সেতুর দাবিতে আন্দোলনে নামার চিন্তাভাবনা শুরু করেছে মাল ব্লকের প্রত্যন্ত চাপাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর বাসুসুবা ও সেঙ্গপাড়ার কয়েক হাজার বাসিন্দা। বাসুসুবায় স্থানীয় বৈদ্যডাঙ্গি নদীতে পাকা সেতুর দাবিতে এককাট্টা গ্রামবাসীরা।

মাল ব্লকের কৃষিপ্রধান এলাকার অন্যতম চাপাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর বাসুসুবা, সেঙ্গপাড়া ও মৌয়ামারির মাঝ বরাবর বয়ে গেছে বৈদ্যডাঙ্গি নদী। নদী পার করতে ওই এলাকার প্রায় হাজার পাঁচেক গ্রামবাসীর একমাত্র উপায় এই নদীর ওপর গ্রামবাসী ও স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে গড়ে তোলা বাঁশের সাঁকো। নড়বড়ে এই সাঁকো দিয়ে পারাপারের ঝুঁকিও রয়েছে। রয়েছে পরিবহণের বাড়তি খরচও। এলাকার কৃষক আবেদ আলি, রমেশ রায়, শ্রীদাম মণ্ডল, ফারুক হুসেনরা জানান, পাকা সেতু না থাকায় একদিকে যেমন সময় অপচয় হয় তেমনি ফসল পরিবহণের খরচও বেড়ে যায় কয়েকগুণ। একইভাবে রোগীদের ওই পথে নিয়ে যেতে সমস্যায় পড়তে হয়। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, বিগত কয়েক দশক থেকেই প্রশাসনের বিভিন্ন দ্বারে ওই সাঁকোর জায়গায় পাকা সেতুর দাবি জানানো হয়েছে। জানা গিয়েছে, গত বছর এলাকায় সাঁকোটি পরিদর্শনে এসেছিলেন জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদের সভাধিপতি নূরজাহান বেগম। তিনি সেতু তৈরির বিষয়ে আশ্বাসও দিয়েছিলেন বলে দাবি স্থানীয়দের। কিন্তু কাজের কাজ হয়নি কিছুই। এবার তাই সেতুর দাবি নিয়ে অন্দোলনে নামার চিন্তা শুরু করেছেন গ্রামবাসীরা। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপক রায় জানান, গ্রামে সেতুর দাবি দীর্ঘদিনের। তবে সেতু করার মতো পরিকাঠামো বা অর্থ নেই গ্রাম পঞ্চায়েতের। ওপরমহলে এই সেতুর দাবি জানানো হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদের সভাধিপতি নুরজাহান বেগম জানান, তিনি সাঁকোটি পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। জেলার বহু স্থানে সেতুর প্রয়োজন আছে। সাধ্যমতো গুরুত্ব অনুসারে সেতু তৈরিও করা হচ্ছে। এই এলাকাতেও সেতু তৈরির চেষ্টা হচ্ছে বলে জানান সভাধিপতি।

ঢেলে সাজছে সংগঠন

মালবাজার, ১২ জানুয়ারি ঃ মাল গ্রামীণ ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেস কমিটি মাল ব্লকে সাংগঠনিক তৎপরতা বাড়াচ্ছে। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে পাখির চোখ করে সংগঠন ঢেলে সাজানো হচ্ছে। মাল গ্রামীণ ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেস কমিটির সভাপতি স্বপন সরকার, কার্যকরী সভাপতি নাসিম আহমেদ বলেন, সম্প্রতি কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের নেপুচাপুর চা বাগান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে পঞ্চায়েতিরাজ সম্মেলন হয়েছে। সম্মেলনে জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি সৈকত চ্যাটার্জি সংগঠনের মাল ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চল সভাপতি ও কার্যকরী সভাপতিদের নাম ঘোষণা করেন। অঞ্চল ভিত্তিতে তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতিরা হলেন সন্তোষ মাহাতো (কুমলাই), বালাদুল আমিন (তেশিমলা), মনোজ সোনার (রাঙামাটি), রাজেশ গোয়ালা (ডামডিম), তিতাস কর (ওদলাবাড়ি) এবং রূপক সুব্বা (বাগরাকোট)। এছাড়া বেশ কয়েকটি অঞ্চলের কার্যকরী সভাপতিদের নামও ঘোষিত হয়েছে। কার্যকরী সভাপতিরা হলেন মেহেবুব হুসেন (তেশিমলা), অশোক ওরাওঁ (রাঙামাটি), দীপায়ন মিত্র (ওদলাবাড়ি), বিজয় থাপা (বাগরাকোট) এবং মহম্মদ আবেদ হুসেন ওরফে মজু (কুমলাই)। স্বপন, নাসিম বলেন, প্রতিটি বুথে আমাদের কর্মীরা পঞ্চায়েতের নির্বাচনি কাজে নেমে পড়েছেন। আমরা বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেসের মতো বিরোধী শক্তিকে পর্যুদস্ত করার আহ্বান জানিয়েছি। চা বাগান, গ্রামাঞ্চল সহ সর্বত্র সাংগঠনিক তৎপরতা জোরদার করা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ অঞ্চল কমিটিগুলিও ঢেলে সাজানো হচ্ছে। প্রতিটি বুথে ২০ জন করে সদস্য নিয়ে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের বুথ কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সদস্যরা বুথস্তরে পঞ্চায়েতের নির্বাচনি কাজ পরিচালনা করবেন।